122
29 SEP 1998
তারিখ ...29 SEP. 1998 ... ...
পৃঃ ৪ কলাম ... ৫....

দিঘাপাতিয়া শিশু সদনে মেয়েরা পড়ালেখা ও থাকার সুযোগ পাচ্ছে

নাটোর, ২৮ সেপ্টেম্বর (সংবাদদাতা) ঃ নাটোর দিঘাপাতিয়া বালিকা শিশু সদন এতিম মেয়েদের লেখাপড়া ও থাকার সুযোগ করে দিয়েছে।

সদর থানার দিঘাপাতিয়া এলাকায় ১৯৯২ সালে সমাজ সেবা অধিদফতরের আর্থিক সহায়তায় ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বেসরকারিভাবে দিঘাপাতিয়া বালিকা শিশু সদনটি স্থাপন করা হয়।

সদনের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এটিএম জালাল জানান, সদনটি পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসককে সভাপতি ও পুলিশ সুপারকে সহ-সভাপতি করে ২১ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর আগে প্রতিষ্ঠানটি ছিন্নমূল পুনর্বাসন কেন্দ্র হিসেবে চালু ছিল। বর্তমানে কেন্দ্রটিকে বালিকা শিশু সদনে রূপান্তরিত করা হয়। এই কেন্দ্রে ৭৮ জন মেয়ে আছে। এখানে সাত থেকে ১০ বছর বয়সী এতিম মেয়েদের ভর্তি করা হয়। শিশুদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক। স্কুলে লেখাপড়ার পাশাপাশি আরবী শিক্ষাও দেয়া হয়। এই সদনে ভর্তির জন্য কোন টাকা লাগে না। শিশুদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার জন্য একজন খণ্ডকালীন ডাক্তার রয়েছে।

এটিএম জালাল উদ্দিন জানান, সদনের জন্য মঞ্জুরি বাবদ 'ক্যাপিটেশন গ্রান্ট' প্রয়োজন অনুযায়ী বরাদ্দ পাওয়া যায় না। ফলে অধিকাংশ সময় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সদনের ৭৮ জনের মধ্যে মাত্র ৩৫ জন নিবাসীর জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট বরাদ্দ করা হয়। ফলে এদের ভরণপোষণ কঠিন হয়ে পড়েছে। এরপরও মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আসন সংখ্যার অভাবে অনেককে ফিরিয়ে দিতে হয়। সদনের বাৎসরিক ব্যয় ধরা হয় প্রায় ১০ লাখ টাকা। ব্যয়ের কিছু অংশ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে মঞ্জুরি সাহায্য, স্থানীয় দাতাদের সাহায্যসহ কেন্দ্রের নিজস্ব সম্পদ থেকে সংগ্রহ করা হয়। সদনে একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, একজন মেট্রেনসহ মোট ছয়জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বর্তমানে কর্মরত আছেন।

সদনের মেট্রেন বীনা রানী জানান, এখানকার বাসিন্দাদের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে।

নাটোর ঃ দিঘপাতিয়া বালিকা শিশু সদনের বাসিন্দাসহ কর্মকর্তাদের দেখা যাচ্ছে